actionaid
তৃণমূল বার্তা

এলআরপি ৫৪ | ১৫ তম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

পাতা কুড়িয়ে চলে ওদের জীবন

রিক্তা আক্তার মুনি, প্রতিবেদক, তৃণমূল শিশু সাংবাদিক দল

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা চরম দারিদ্র্যের কারণে জীবিকার জন্য বিভিন্ন কঠিন কাজ করতে বাধ্য হয় তার মধ্যে একটি বড় অংশ হলো পথ শিশু। যারা রাস্তা ঘাট পার্ক বা ডাস্টবিন থেকে শুকনো পাতা, কাগজ বা অন্যান্য বর্জ্য কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এই মানুষ গুলো সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত তাদের জীবন সংগ্রাম দুঃখ কষ্ট ও বঞ্চনায় ভরা। তবুও তারা কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের ও পরিবারের জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বেকারত্ব ও শিক্ষার অভাবে অনেক মানুষ স্বাভাবিক পেশায় যুক্ত হতে পারে না ফলে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প পথ বেছে নেয়। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যারা পাতা কাগজ বা অন্যান্য বর্জ্য কুড়িয়ে তা বিক্রি করে কিছু অর্থ উপার্জন করে এদের মধ্যে পথ শিশুরাই বেশি। যাদের জীবনে নিরাপত্তা ও সুযোগের বড় অভাব রয়েছে।

পাতা বা বর্জ্য কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করার মানুষের জীবন খুবই কঠিন। তারা ভোরে উঠেই রাস্তাঘাট, পার্ক, বাজার বা ডাস্টবিনের আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন কষ্ট করে তারা শুকনা পাতা, কাগজ, বোতল বা প্লাস্টিক সংগ্রহ করে এরপর এগুলো নির্দিষ্ট দোকানে বা আড়তে বিক্রি করে সামান্য কিছু টাকা পায়। সেই টাকা দিয়ে তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে তাদের প্রয়োজন মেটায়। অনেক সময় তাদের থাকার জন্য স্থায়ী কোন জায়গা থাকে না। তারা ফুটপাত বস্তি বা অস্থায়ী আশ্রয়ে বসবাস করে।

এই কাজের সাথে অনেক শিশুও জড়িত থাকে। দারিদ্রের কারনে তারা স্কুলে যেতে পারে না এবং অল্প বয়সেই কাজ করতে বাধ্য হয়। এতে তাদের শৈশব নষ্ট হয় । শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা সমাজে উন্নতির সুযোগও পায় না। অনেক সময় এই শিশুরা বিভিন্ন ধরনে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। যা তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর।

এই সমস্যার সমাধানে সরকার ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রথমত দরিদ্র পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত পথ শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গুলোকে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া সমাজের সচেতন মানুষেরও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

পাতা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করা মানুষদের জীবন আমাদের সমাজের একটি কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরে। তারা দরিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যেও সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। তাই তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সরকার, সমাজ ও বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সঠিক সহায়তা পেলে এই মানুষগুলোও সমাজে একটি নতুন ধারায় যুক্ত হয়ে একটি সুন্দর জীবন গড়তে পারে।

সোনাখালী গ্রামে একশনএইড বাংলাদেশের উদ্যোগে সাঁকো স্থাপন

স্বপ্না, সোনাখালি, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

গত কয়েক বছর ধরে সাঁকোর খারাপ অবস্থার জন্য গ্রামবাসীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। বন্যার সময় গ্রামের মানুষরা পারাপারের জন্য অনেক সমস্যায় পড়ে। তবে ২০২৫ সালে একশনএইড বাংলাদেশ সোনাখালী গ্রামে পারাপারের জন্য একটি সাঁকো স্থাপন করেছে যা গ্রামবাসীর জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে গ্রামবাসীরা সহজেই পারাপার হতে পারছেন।

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে আগে অনেক রাস্তা ঘুরে যেতে হতো। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য অনেক কষ্টকর ছিল। এই দীর্ঘ পথ চলায় তারা বখাটে ছেলেদের সম্মুখীন হতে হতো। তবে এখন আর এ সমস্যা নেই কারণ পারাপারের জন্য সাঁকো সহজলভ্য হয়েছে।

সোনাখালী প্রগ্রেসিভ শিশু সাংবাদিক দলের সাথী বলেন, “এই সাঁকোর মাধ্যমে আমরা এখন সহজেই রাস্তা পারাপার হতে পারি এবং কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না। এটি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে এবং স্বাচ্ছন্দ এনে দিয়েছে”।

“জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে সাতক্ষীরার উপকূলীয় নারীরা, বাড়ছে বিভিন্ন রোগ”

রিক্তা আক্তার মুনি, প্রতিবেদক, শিশু সাংবাদিক দল

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বর্তমান সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের একটি। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এখানকার মানুষের জীবন যাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার নারীরা নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। নিরাপদ পানির অভাব, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ দ্রুত বাড়ছে।

সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর মধ্যে শ্যামনগর, কালীগঞ্জ ও আশাশুনি উপজেলার অনেক এলাকায় পানির লবণাক্ততা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র-পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড়ের ফলে নদী ও খালের পানিতে লবণাক্ততা ঢুকে পড়েছে। এই লবণাক্ত পানি ব্যবহার করেই রান্না, গোসল ও দৈনন্দিন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

লবণাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে নারীদের মধ্যে ত্বকের বিভিন্ন রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি সমস্যা, চুল পড়ে যাওয়া, ত্বকের রং কালো হয়ে যাওয়া, বিশেষ করে লবণাক্ত পানির কারণে অধিকাংশ নারীরা এখন জরায়ু ক্যান্সারের মতো জটিল রোগে ভুগছেন। আবার গর্ভবতী নারীদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অনেক নারী দীর্ঘদিন ধরে চর্মরোগ ও চুলকানিতে ভুগছেন।

উপকূলীয় এলাকায় আর একটি বড় সমস্যা হলো নিরাপদ পানির সংকট। অনেক সময় নারীদের কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিদিন দীর্ঘ পথ দূর থেকে পানি আনতে গিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধাদের জন্য এটি আরও বেশি কষ্টজনক।

এছাড়া ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাতক্ষীরার মানুষের জন্য নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইলা ও আম্পানের মত দুর্যোগ এই অঞ্চলে দীর্ঘ দিনের জন্য বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। এসব দূর্যোগের সময় অনেক নারী আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশনের অভাবে নানান রোগে আক্রান্ত হন।

পুষ্টির অভাবে নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। অনেক পরিবারে আয় কমে যাওয়ায় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায় না। ফলে নারীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এবং সহজেই তারা বিভিন্ন রোগ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে যান। বিশেষজ্ঞ মনে করেন সাতক্ষীরার উপকূলে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ করা এবং নারীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসচেতনতা কর্মসূচি চালু করা জরুরি। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাতক্ষীরার উপকূলীয় নারীরা ক্রমেই বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছেন। যদি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না দেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যৎ এ সমস্যা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। তাই উপকূলীয় নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এখনই সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া সময়ের দাবি।

শ্যামনগরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

তপসী মন্ডল, সদস্য, চাঁদখালি ঐক্য শিশু ফোরাম

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে একশনএইড বাংলাদেশ-এর প্রগতি প্রকল্পের উদ্যোগে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। “টেকসই জীবিকায়নে নারী বান্ধব বাজার গড়ি” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ কর্মসূচির শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে নারী অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে স্লোগান দেন। র‍্যালি শেষে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নারীর অধিকার, ন্যায়বিচার, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারীর সমান অংশগ্রহণ অপরিহার্য এবং নারীবান্ধব বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সভায় নারীবান্ধব বাজার স্থাপনের দাবি জানানো হয় এবং এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় নারী নেত্রী ও অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীল কৃষিতে অবদানের জন্য দুইজন সফল নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আয়োজকরা জানান, উপকূলীয় অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

শ্যামনগরে উপজেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

সাবিয়া সুলতানা, প্রতিবেদক, সোনাখালি তৃণমূল শিশু সাংবাদিক দল

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ-এর আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১১ টায় উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত এ সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রগতি প্রকল্পের কার্যক্রম, লক্ষ্য, অগ্রগতি এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। আলোচনায় জেন্ডার সমতা, জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা বলেন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রগতি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্যামনগরের রমজাননগর ইউনিয়নে নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রগতি ক্লাইমেট হাবকে একটি বহুমুখী সেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। আয়োজকরা জানান, সকলের সহযোগিতায় এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

শ্যামনগরে নিরাপদ সুপেয় ও কৃষিকাজে ব্যবহার উপযোগী পানির সহজলভ্যতা দাবিতে মানববন্ধন ও অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

মরিয়ম অক্তার, সদস্য, নকিপুর ডালিয়া শিশু ফোরাম

শ্যামনগর উপজেলায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে নিরাপদ সুপেয় ও কৃষিকাজে ব্যবহার উপযোগী পানির সহজলভ্যতার দাবিতে মানববন্ধন ও অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে উপজেলা প্রেস ক্লাবের সামনে রমজাননগর ইউনিয়নের প্রায় ৭০ জন নারী কৃষক প্রতিনিধি মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। তারা নিরাপদ পানি, কৃষি উপযোগী পানির প্রাপ্যতা এবং পানি ব্যবস্থাপনায় সমতা নিশ্চিতের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, নারী সংগঠনের সদস্য এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নিরাপদ মিঠাপানির সংকট, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা, পানি দূষণ এবং কৃষি ও গবাদিপশুর জন্য পানির অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়।

নারী প্রতিনিধি এসব সমস্যার সমাধানে খাল ও পুকুর খনন ও পুনঃখনন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুইস গেটের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রসারের দাবি জানান। এছাড়া পানি ব্যবহারে নারীদের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বক্তারা বলেন, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীলতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। আয়োজকরা জানান, প্রগতি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নে ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শ্যামনগরে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন

সাদিয়া সুলতানা, প্রতিবেদক, চন্ডিপুর পদ্মা শিশু সাংবাদিক দল

“সকল নারীদের জন্য: অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস-২০২৫ উপলক্ষে একশনএইড-এর আয়োজনে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে র‍্যালি শেষে রমজাননগর ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, নারী ইউপি সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নারী অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা বলেন, গ্রামীণ নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

আলোচনা সভায় রমজাননগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নারী, মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সদস্য এবং নারী ইয়ুথ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন এবং নারী উন্নয়নে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই কৃষি চর্চায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনজন সফল গ্রামীণ নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আয়োজকরা জানান, প্রগতি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আরিফার স্বপ্ন জয়ের গল্প

আজমির হোসেন, প্রতিবেদক, চন্ডিপুর গোলাপ তৃণমূল শিশু সাংবাদিক দল

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ পশ্চিম আটুলিয়া ৬ নং ওয়ার্ডে বসবাস করে এক দারিদ্র নারী নাম তার আরিফা খাতুন, তার স্বামীর নাম ইউসুফ আলী, তার দুইটি সন্তান, ১টা ছেলে ও ১টা মেয়ে। ছেলেটি ৩য় শ্রেণিতে পড়ে দ.প. আটুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মেয়েটার ১ বছর বয়স. তার স্বামী ভ্যান চালক, দুই বেলা দুই মুঠা ডাল ভাত খেয়ে দিনাতিপাত করে। সে তার স্বামীকে নিয়ে ২ সন্তান কে নিয়ে গুচ্ছ গ্রামে সরকারী খাস জমিতে বসবাস করে। উপকূলীয় ও চুনার নদীর পাশে থাকায় তারা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে জীবন যাপন করে আসছে। এক সময়-২০২৩ সালে একশন এইড এর নারী স্বাবলম্বী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। প্রতি সপ্তাহে সভায় এসে তার জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের স্বপ্ন জাগে, সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না সে জেগে স্বপ্ন দেখে, কীভাবে স্বামীর পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি করা যায়। সে নিজে আয় করে তার থেকে কিছু সঞ্চয় করল এবং একশন এইড বাংলাদেশের Forum CIV প্রকল্প থেকে হাঁস, মুরগী পালন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রাণি সম্পদ অফিস থেকে। একশন এইড বাংলাদেশ ১২,০০০/- টাকা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য প্রদান করলো- সে ছোট করে হাঁস, মুরগীর খামার তৈরি করলো। মাত্র ১০টি হাঁস ও ১৫টি মুরগী নিয়ে হাঁস, মুরগীর ডিম ও বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করা শুরু করলো এবং ভালোই লাভবান হতে লাগলো। তার সঞ্চয়কৃত টাকা ও একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতা করা টাকা দিয়ে সে ব্রয়লার মুরগীর খামার তৈরি করে মুরগী পালন শুরু করে. ২ দফা মুরগী বিক্রি করে যে লাভবান হয়, সে অর্থ দিয়ে আবারো ৫০০ টি মুরগীর বাচ্চা পালন করছে।

সংসারে স্বামীকে সাহায্য করছে পাশাপাশি ছেলের খরচ জোগায়ে তার স্বামীকে সাহায্য করছে। সে পরিশ্রমী ছিল বিধায় তার স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হয়েছে। তার সংসারে আর অভাব অনাটন নাই। তার সংসারে এখন বইছে সুখের সুবাতাস। আরিফা খাতুন বলেন, “পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নাই। ইচ্ছা শক্তি থাকলে স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। আমাদের নারীদের স্বামীর পাশাপাশি আয় বৃদ্ধিমূলক কিছু করা ও নিজে নিজেই স্বাবলম্বী হওয়া শিখছে। আসুন আমরা নারীরা পরনির্ভরাশীলতা না হয়ে নিজের প্রতি নির্ভরশীলতা অর্জন করি।

সফলতার কাহিনী

ইলমি আক্তার রিয়া, সদস্য, খ্যাগড়াদানা ইসমাইলপুর স্বাবলম্বী নারী দল

আমার নাম ইলমি আক্তার রিয়া। আমার স্বামীর নাম মো: আমির হোসেন। আমার দুইটা সন্তান আছে। একটা মেয়ে ও একটা ছেলে। মেয়ের নাম আফিয়া, ছেলের নাম-আয়ান। মেয়ের বয়স ছয় বছর, ছেলের বয়স তিন বছর। আমার মেয়ে কিন্ডার গার্ডেন প্লেতে পড়ে। আমার স্বামী একজন দিন-মজুর। কোন রকমে দিন আনে দিন খাই। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি।

একদিন হঠাৎ সকাল দশটার দিকে একশনএইড বাংলাদেশ নামক একটা ইন্টারন্যাশনাল এনজিও আমাদের গ্রামে ৩ থেকে ৭ বছরের শিশুদের নামের তালিকা করতে আসে। সেখানে আমার মেয়েটা তালিকা করার পর বিডিভুক্ত হয়। তারপর থেকে শুরু হয় শিশুর মায়েদের নিয়ে বিভিন্ন মিটিং, ট্রেনিং। আমাদের গ্রামে শিশুদের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শেখার জন্যে একশনএইড বাংলাদেশ একটা শিশু বিকাশ কেন্দ্র তৈরি করেন। সেখানে আমাদের গ্রামের বিডিভুক্ত শিশুসহ সাধারণ শিশুরা প্রতিদিন বিকাল ২.০০টা হতে ৫.০০টা পর্যন্ত সেখানে অংশগ্রহণ করে অনেক আনন্দ পায়। তারপর থেকে শুরু হয় শিশুর মায়েদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি। তারপর সেখানে আমরা ৩৯ জন সদস্য নিয়ে গ্রুপটা তৈরি করি এবং সবাই মিলে গ্রুপের একটা নাম দিয়ে থাকি। গ্রামের নাম অনুসারে আমাদের দলের নাম “খ্যাগড়াদানা ইসমাইলপুর স্বাবলম্বী নারী দল”। সেখানে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়; যেমন– ১ জন সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক ও ৫ জন কার্যকারী সদস্য বাকী ৩২ জন সাধারণ সদস্য। সেখানে প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৩৯ জন সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মিটিং করি। মিটিং করার বেশ কিছুদিন পর আমরা সবাই মিলে দলের নাম অনুসারে নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যতটুকু সামর্থ সে অনুযায়ী সঞ্চয় রাখি এবং পর্যায় ক্রমে সেই সঞ্চয় থেকে প্রত্যেকে ঋণ নিয়ে কেউ হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন, সবজি চাষ, সিট কাপড়ের ব্যবসা ইত্যাদি কাজ করি।

তারপর হঠাৎ একদিন মিটিংয়ে এসে শুনতে পাই একশনএইড বাংলাদেশ থেকে ফোরাম সিভি নামক একটা প্রকল্প আসছে। সেখানে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বিভিন্ন আইজিএ সার্পোট দেওয়া হবে। দলের সকল সদস্য মিলে যাচাই করে তালিকা তৈরি করেন। সেই তালিকার মধ্যে অন্যদের সাথে আমার নামটা দেয় সবাই মিলে। তালিকা জমা দেওয়ার পর আমাদেরকে দুই দিনের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যার যে সার্পোট সে অনুযায়ী সেখানে শেখানো হয়। আমাকে ছাগল পালনের ট্রেনিং দেওয়া হয় প্রাণি সম্পদ হাসপাতাল থেকে। সেখানে শেখানো হয় কখন কৃমি ঔষধ খাওয়াতে হবে, কখন ভ্যাক্সিন দিতে হবে, কি কি খাবার খাওয়াতে হবে কোথায় কিভাবে রাখতে হবে। তারপর হঠাৎ একদিন আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নং চায় তার কিছুদিন পর আমার একাউন্টে ১৫,০০০ পনের হাজার টাকা আসে। আমি সেই

পনের হাজার টাকার থেকে দুই ছাগল কিনিছিলাম, কিছু খাবার ও বাকী টাকা দিয়ে একটা ঘর তৈরি করছি। আমি সার্পোট পেয়ে অনেক খুশি। আমি পরিবারের সব কাজের পাশাপাশি ছাগল দুইটা দেখাশুনা করি। ছাগল দুইটা নিয়ে আমার দুই ছেলে মেয়েসহ আমরা দুইজন অনেক খুশি। আমার ছাগল পালন করা দেখে গ্রুপের অন্য সদস্য ও আমার বাড়ীর পাশের আপারা অনেক আগ্রহী হয়েছে ছাগল পালন করার জন্য। আমি ও আমার পরিবার আমার দলের সকল সদস্যদের সহ একশনএইড বাংলাদেশ এর প্রকল্প ফোরাম সিডিকে আমার আই জি এ এর সার্পোট দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে ২টা ছাগল থেকে আরো দুইটা ছাগল বেশি হবে ইনশাআল্লাহ। ৭,০০০ টাকা ছাগল বিক্রয় করে পরবর্তীতে আর একটা কিনছি।

দিন বদলে নমিতা

সূচনা রানী, প্রতিবেদক, রমজাননগর শিশু সাংবাদিক দল

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে সাতক্ষীরা জেলা। এই জেলায় প্রকৃতির ঐতিহ্য সুন্দরবনের কোলঘেঁষে শ্যামনগর উপজেলা অবস্থিত। উক্ত উপজেলার অবহেলিত একটি জনপদ রমজাননগর ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে নমিতা রানী জন্মলগ্ন থেকে বসবাস করছে। নমিতার ২ টা মেয়ে ও ১ টি ছেলে; মেয়ে ২টা কলেজে পড়াশুনা করে। রমজাননগর ইউনিয়নটি ৪ ভাগের ৩ ভাগ লোনা পানি। এলাকার বিত্তবানরা নোনা পানি উঠিয়ে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অধিকাংশ এলাকার পানি ও মাটি লবণাক্ততা হওয়াই স্বল্প সনাতন পদ্ধতিতে মানুষ কৃষি কাজ করে। তাদের মত নমিতাও ব্যতিক্রম নয়। সে স্বল্প মাত্রায় প্রচলিত পদ্ধতিতে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে।

নমিতা রানীর বসতবাড়ি বেশ প্রশস্থ, কিন্তু সে বাড়ির আঙ্গিনায় স্বল্প মাত্রার কিছু সবজি চাষ করে, যা তার পরিবারের নিত্যনৈমেত্তিক-সবজি চাহিদা মেটানোর জন্য খুবই অপ্রতুল। তার বসত ভিটার অন্য জায়গা গুলো বন জঙ্গল আগাছায় সারা বছর অপরিষ্কার থাকে, নমিতার স্বামী সারা বছর সবজি কিনে সংসার চালাতে হয়। সেক্ষেত্রে ২টা মেয়ের কলেজের খরচ পরিচালনা করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য নিয়মিত বাজার থেকে সবজি কেনা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

একশনএইড গত ২০২২ সাল থেকে রমজান নগর ইউনিয়নে এল আর পি-৫৪ স্পন্সরশীপ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ফোরাম সিভ প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। ফোরামসিভ প্রকল্প থেকে নমিতা সিআরএসএ (জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি) উপর প্রশিক্ষণ পায়। পরবর্তীতে তাদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন রূপ দেওয়ার জন্য নগদ কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। নমিতা প্রশিক্ষণ জ্ঞান অনুযায়ী তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বসতবাড়ির অপতিত জায়গার বনজঙ্গলের আগাছা পরিষ্কার করে বেড পদ্ধতির মাধ্যমে সবজি চাষ শুরু করে। বেড আকারে সবজি চাষ করার ফলে অতিবৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশন এবং শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার প্রভাব কম পড়ে. নিয়মিত একশনএইডের তত্ত্বাবধানে সবজি চাষে নমিতা ভাল সফলতা পায়, তার সবজিতে রাসায়নিক এবং কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসার এবং জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে এখন প্রতিদিন সে ২০০-৩০০ টাকার সবজি বিক্রি করে যেখান থেকে সে ২টা মেয়ের কলেজের পড়াশোনার কিছু টাকা সহযোগিতা করে এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য কীটনাশক মুক্ত সবজি খেতে পারছে।

তার স্বামী বাজার থেকে সবজি কেনার পরিবর্তে নিয়মিত বাজারে সবজি বিক্রি করছে। বর্তমানে নমিতার সবজি বাগানে, ঢেঁড়স, করলা, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, কুশি, শসা, লাউ, কুমড়া, পুঁইশাকসহ ১০ প্রকার সবজি উপস্থিত আছে, এসব বিক্রয় করে নমিতা এখান থেকে সকল খরচ মেটানোর পরেও রমজাননগর রিফ্লেকশন অ্যাকশন সার্কেল এ নিয়মিত সঞ্চয় করছে এবং গত ১ বছরে নমিতা সঞ্চয়ের পরিমান ৮,৮০০ টাকা।

নমিতা এখান থেকে বীজ সংগ্রহ করে তার রিফ্লেকশন অ্যাকশন সার্কেল দলের অন্য সদস্যদের প্রদানের মাধ্যমে সবজি চাষে উৎসাহিত করে। এবং তার দেখে অন্য সদস্যরা সবজি চাষে উৎসাহিত হচ্ছে। পরবর্তীতে নমিতা তার সবজি ক্ষেত বাড়ানোর জন্য বস্তা এবং মাচা পদ্ধতি সবজি চাষ, এবং সবজি ক্ষেতে জৈব সার প্রদানের জন্য কেচোঁ কমপোস্ট তৈরির পরিকল্পনা করছে। আমরা ও নমিতার আরও উরোত্তর মঙ্গল কামনা করি, যেন সে আরও এগিয়ে যেতে পারে এবং দিন বদলে নমিতার পাশে একশনএইডের সহযোগিতা সর্বক্ষনিক অব্যহত থাকবে।

চিত্রাংকন

শিরোনাম: পানির এতিহ্য
নাম: সোনালী রানী

শিরোনাম: সাধু পানির উৎস
নাম: শ্রেয়া রানী

শিরোনাম: সুপেয় পানি
নাম: ঐশী বর্মণ

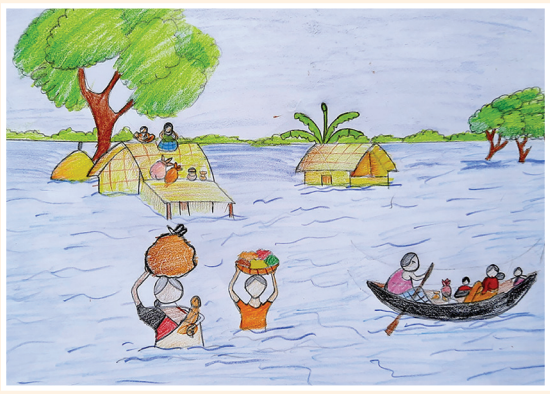

শিরোনাম: জলবায়ু পরিবর্তন
নাম: শাহীনা আক্তার

শিরোনাম: বাংলাদেশ
নাম: তিতলী আউলিয়া

শিরোনাম: জলবায়ু পরিবর্তন
নাম: তন্ময় মণ্ডল

শিরোনাম: জীব বৈচিত্র্য
নাম: রাহুল মণ্ডল

শিরোনাম: জলবায়ু পরিবর্তন
নাম: সৌনালী রানী

রুহুল আমিনের গল্প

মারিয়া ইয়াসমিন মিম, প্রতিবেদক, সোনাখালি প্রগতি শিশু সাংবাদিক দল

চাঁদখালী গ্রামে রুহুল আমিন নামের এক ব্যক্তি থাকতেন। তিনি মেঠো জমিতে মাছ চাষ করতেন। শুরুতে অনেক চেষ্টা করার পরও তিনি মাছ চাষ থেকে কোনো বড় লাভ পাননি। তাই মনে মনে ভাবলেন, "এভাবে চলতে পারে না, নতুন কিছু ভাবতে হবে।"

রুহুল আমিনের পরিবার ছোট-মোট তিন থেকে চার জন সদস্য। তার দুই বিঘা জমি এবং একটি ছোট ঘর ছিল। তিনি ঠিক করলেন, মাছের পাশাপাশি ধানও চাষ করবেন।

২০২৫ সালে তিনি সাহস করে ধান চাষ শুরু করলেন। এবার ভাগ্য তাঁর দিকে হেসে দিল। ধান চাষ থেকে তিনি ভালো লাভ পেলেন। রুহুল আমিনের মুখে হাসি ফুটলো, আর তার চিন্তার ভার কেটে গেল।

রুহুল আমিনের গল্প আমাদের শেখায়-পরিশ্রম, ধৈর্য্য এবং নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা নিজের জীবন পরিবর্তন করতে পারি। স্বাবলম্বী হওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

কবিতা

ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি

হাসনাহেনা হাসি

ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ির সামনে
ছেলেরা আজ যেখানে খেলা করে
আর মুসল্লিরা ঈদের নামাজ পড়েন,
সেখানে একদিন সারিবদ্ধভাবে ছিল ভরা
ধানের গেলো আর ঘোড়াশালা।

অনুষ্ঠিত হতো বারো মাসে তেরো পূজা
আর হতো কত গান-বাজনা।
বাজাতো ঢোল, কাশী, বাঁশি,
এতে জনমনে ফুটতো আনন্দের হাসি।

এই বাড়ির অনেক ধারভার ছিল এত অধিক
জুতা পড়ে, ছাতা মাথায়,
বাড়ির সামনে হাটিত না কোন পথিক।
কালের কামড়ে আর
ধনীদের শক্ত হাতের আঘাতে ভেঙেচুরে
এই বাড়ির ইট মাঝে মাঝে হয় লুটপাট,
কিন্তু বাড়াই না সংরক্ষণের হাত!

ভাঙা সিঁড়ি, ধসেপড়া দেয়াল
আর জরাজীর্ণ ভবন
তাদের গায়ের পর গাছ-গাছালিতে জড়িয়ে ধরে,
বিলুপ্তির আগে যেন দিচ্ছে শেষ স্নেহের চুম্বন।
এই বাড়ির চারিদিকে ফাঁকা থাকে না কেউ আর,
শূন্যতা যেন পূর্ণ করেছে সারা বাড়িঘর।

বাংলা ভাষা

হাসনাহেনা হাসি

বাংলা আমার মায়ের ভাষা,
শহিদ ছেলের দান।
বাংলা ভাষায় মিশে আছে
আমার ভাইয়ের প্রাণ।

বাংলার শব্দে বাজে সুর,
বাংলার ছন্দে আছে গান।
প্রতিটি অক্ষরে লুকানো
মাটির গন্ধ, নদীর ঢাল।

বাবার অভাব

হাসনাহেনা হাসি

আমার যেতে ইচ্ছা করে
নদীটির ঐ পারে।
সেথায় বাবা ঘুম পাড়াত,
অনেক আদর করে।

হারিয়ে গেছে বাবা যে আমার
অচীনপুরের দেশে।
বাবার স্নেহ, ভালোবাসা,
আর পাব না ফিরে।

স্মৃতিতে বাজে তার হাসি,
চোখে ভাসে তার মায়া।
হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে,
প্রতি ক্ষণে খুঁজি বাবার ছায়া।

দিশেহারা আকলিমা পথ খুজে পাওয়া

দেবশ্রী রানী, প্রতিবেদক, রমজাননগর শিশু সাংবাদিক দল

সাতক্ষীরা জেলার অবহেলিত রমজাননগর ইউনিয়ন সুন্দরবনের কোলঘেঁষে অবস্থিত। এই ইউনিয়নের একজন সংগ্রামী নারী আকলিমা খাতুন। তার পরিবারে রয়েছে স্বামী আরিফুল এবং দুই সন্তান–মেয়ে আরিফা খাতুন (৮ম শ্রেণি) ও ছেলে আসাদুজামান (১ম শ্রেণি)। দারিদ্রের কারণে সংসার চালানো ও সন্তানদের পড়াশোনা করানো আরিফুলের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে আকলিমা একসময় দিশেহারা হয়ে পড়েন।

কিন্তু হাল না ছেড়ে আকলিমা নিজ উদ্যোগে পথ খুঁজতে শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই তার হাতের কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল। তাই তিনি অন্যের কাছে স্বল্প পরিসরে দর্জির কাজ শিখে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন। এদিকে সংসারের খরচ চালাতে তার স্বামী ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ নিতে বাধ্য হন। তখন আকলিমা একাই সংসার ও সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তবে নিজের কোনো সেলাই মেশিন না থাকায় তার কাজ এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

২০২২ সাল থেকে একশনএইড বাংলাদেশ রমজাননগর ইউনিয়নে এলআরপি-৫৪ প্রকল্পের আওতায় কাজ শুরু করে। এর অংশ হিসেবে ফোরামসিভ প্রকল্প থেকে আকলিমা দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর জন্য তাকে কিছু নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। সেই অর্থ দিয়ে তিনি একটি সেলাই মেশিন ও প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে কাজ শুরু করেন।

নিজের দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আকলিমা দ্রুত এলাকায় সুনাম অর্জন করেন। তিনি এখন নিজের পরিবারের পোশাক তৈরি ছাড়াও বাইরের অর্ডার নিয়ে কাজ করছেন। তার আয় দিয়ে সন্তানদের স্কুল ফি ও টিউশন খরচ চালানোর পাশাপাশি নিয়মিত সঞ্চয়ও করতে পারছেন।

পরবর্তীতে মার্কেট লিংকেজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১০,০০০ টাকা সহায়তা পেয়ে এবং নারী দলের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা নিয়ে তিনি একটি এমব্রয়ডারি মেশিন কিনেছেন। বর্তমানে তিনি অন্য মেয়েদের কাজ শেখাচ্ছেন এবং বেতনভুক্ত কর্মীও নিয়োগ দিয়েছেন। শ্যামনগরের বিভিন্ন দোকান থেকে তিনি এখন নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছেন।

আজ আকলিমা আর দিশেহারা নন; তিনি নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন। তার এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক–এই প্রত্যাশা রইল।

মাসুমার স্বপ্ন পূরনের কাহিনী

রুপা বিশ্বাস, সদস্য, নকিপুর ডালিয়া শিশু ফোরাম

দক্ষিণ উপকূলীয় সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার নকিপুর গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডে বেড়ে ওঠা একজন সংগ্রামী নারী মাছুমা পারভীন। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল–অন্যান্য মেয়েদের মতো পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কিন্তু তার বাবা ছিলেন একজন প্রতিবন্ধী এবং তিন কন্যা সন্তানের জনক। দারিদ্রের কঠিন বাস্তবতায় অল্প বয়সেই মেয়েদের সেই স্বপ্নকে থামিয়ে দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন তিনি।

নকিপুর গ্রামের রেজাউল ইসলামের সঙ্গে বিয়ের পর মাছুমা আবার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ এবং সংসারের অসংখ্য কাজের চাপে তার সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। ধীরে ধীরে তিনি এক পুত্রসন্তান ও পরে একটি কন্যাসন্তানের মা হন। আর্থিক সংকট, শারীরিক অসুস্থতা এবং স্বামীর অবহেলা তার জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। একপর্যায়ে স্বামী রেজাউল ইসলাম তাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে এবং শেষে অন্য এক নারীর সঙ্গে চলে যায়। অসহায় মাছুমা তখন দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন।

এই কঠিন সময়ে মাছুমা একশনএইড বাংলাদেশের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। ফোরামসিভ প্রকল্প থেকে তিনি মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ ও ১২,০০০ টাকা সহায়তা পান। সেই সহায়তা কাজে লাগিয়ে তিনি মুরগি পালন শুরু করেন। শুরুতে বাজারজাতকরণ নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় থাকলেও এজি গ্রুপের সহায়তায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি মুরগি বিক্রির ব্যবস্থা করে ফেলেন। বর্তমানে মাছুমার একটি ৫০০ মুরগির খামার রয়েছে। এখন তাকে আর অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না। তিনি নিজের আয় দিয়ে সন্তানদের পড়াশোনা ও সংসারের খরচ সুন্দরভাবে চালাতে পারছেন।

মাছুমা পারভীন বলেন, "একশনএইড আমার পাশে ছিল বলেই আজ আমার সন্তানরা দু'বেলা খাবার পায় এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে।" ভবিষ্যতে তিনি তার খামার আরও বড় করে অসহায় নারীদের জন্য আয়ের সুযোগ তৈরি করতে চান।

মাছুমার এই সংগ্রামী জীবনের গল্প আমাদের শেখায়– ইচ্ছাশক্তি আর সঠিক সহায়তা থাকলে জীবনের কঠিন পরিস্থিতিকেও জয় করা সম্ভব।

গাজা সংহতি চারা রোপণ অভিযান-২০২৫

জ্যোতি বর্মন, সদস্য, মানিকখালি শিশু ফেরাম

গাজা সংহতি চারা রোপণ অভিযান-২০২৫ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছিল একশনএইড বাংলাদেশ-এর (এলআরপি-৫৪) উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শ্যামনগর, রমজাননগর ইউনিয়ন পরিষদে। এই ইভেন্টটি গ্লোবাল উইক অফ ক্লাইমেট অ্যাকশনস ক্যাম্পেইন-২০২৫-এর অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গাজা সংকটের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও মানুষের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা।

মোট ২৭৭ জন অংশগ্রহণকারী, যার মধ্যে শিশু, যুবক, সম্প্রদায়ের সদস্য এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ইভেন্টে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রোগ্রামটি চারা বিতরণের মাধ্যমে শুরু হয়, যেখানে শিশুদের উৎসাহিত করা হয়েছিল গাছ রোপণ করতে এবং পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখতে। একটি গ্রিন কর্নার উদ্বোধন করা হয়, যা টেকসই উন্নয়ন, আশা এবং পরিবেশ রক্ষার প্রতীক হিসেবে স্থাপন করা হয়।

একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে চারা রোপণ, জলবায়ু কর্মসূচি এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। স্থানীয় নেতা, সাংবাদিক এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত শেয়ার করেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সম্মিলিত দায়িত্বের ওপর জোর দেন।

ইভেন্টটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সক্রিয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ় করা।

মোটের উপর, এই অভিযান পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন এবং মানবিক সংহতি উভয়কে প্রভাবিত করেছে এবং সম্প্রদায়কে সবুজ উদ্যোগে অব্যাহতভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে।

শিশু স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

খাদিজা আক্তার, প্রতিবেদক, জাওয়াখালী স্বপ্নছোয়া তৃণমূল শিশু সাংবাদিক দল

শিশু স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় গর্ভধারণ থেকে শুরু করে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুর যত্ন নেওয়াকে। এই সময়ে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সঠিক যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়। যেমন- জন্মের পর থেকে আঠারো দিন পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশুর যত্ন নেওয়া, এক বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে হাঁটতে শেখানো এবং দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রাক-স্কুল পর্যায়ে শিশুর যত্ন ও শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিশুদের সুস্থ রাখতে এবং স্বাস্থ্য সচেতন করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মেনে চলা উচিত।

প্রথমত, পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে তাদের শরীর মজবুত ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, শাক-সবজি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর খাবার অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে, রাস্তার অতিরিক্ত তেলে ভাজা ফাস্ট ফুড, আইসক্রিম বা ধুলো-ময়লা থাকা খাবার থেকে শিশুদের দূরে রাখা উচিত। এসব খাবারে আগ্রহ বেশি থাকলে শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, নিয়মিত ব্যায়াম করানো। শিশুরা খেলাধুলা অনেক পছন্দ করে। নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শরীর সুস্থ থাকে, রক্ত চলাচল ভালো হয় এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য হয়। তাই শিশুদের প্রতিদিন দৌড়, ঝাঁপ, খেলাধুলা ও অন্যান্য শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো উচিত।

তৃতীয়ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। শিশুরা ধুলা, ময়লা ও জীবাণুর সংস্পর্শে সহজেই অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তাই শিশুকে নিয়মিত গোসল করানো, খাবারের আগে হাত ধোয়ানো, নখ কাটা এবং পোশাক পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি।

চতুর্থত, ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা। শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে তারা বড় হয়ে স্বাস্থ্য সচেতন ও স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে বিকশিত হবে।

সর্বশেষে বলা যায়, শিশুর সঠিক যত্ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিশ্চিত করা আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর শিশুরা পরবর্তী সময়ে সুস্থ, সুখী ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই প্রতিটি অভিভাবক ও সমাজকে শিশুর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

সুস্থ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা

সোমা মন্ডল, প্রতিবেদক, পাতড়াখোলা গোলাপ তৃণমূল সাংবাদিক দল

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণের ফলে মানবজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বৃক্ষরোপণ একটি অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একটি সুস্থ, সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে পরিকল্পিত বনায়ন ও নিয়মিত বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি।

বৃক্ষ পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছ ছায়া প্রদান করে এবং প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাসকে শীতল রাখে, যা জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। পাশাপাশি বৃক্ষ আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং পরিবেশ থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বায়ুদূষণ কমাতে সাহায্য করে।

এছাড়া, ঘন বৃক্ষরাজি ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। গাছ মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, যা কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃক্ষ থেকে আমরা ফলমূল, কাঠ, ঔষধি উপাদান এবং বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পাই, যা আমাদের জীবিকা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। একই সঙ্গে, বৃক্ষ বন্যপ্রাণী ও পাখির আশ্রয়স্থল হিসেবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত বন উজাড়ের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যা আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করতে নিয়মিত বৃক্ষরোপণ এবং গাছের সঠিক পরিচর্যা করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।

শিশু সাংবাদিকদের নেটওয়ার্কিং সভা

সুপ্রিয়া দাস, প্রতিবেদক, গোপালপুর তৃণমূল শিশু সাংবাদিক দল

একশনএইড বাংলাদেশ-এর এলআরপি-৫৪ এর আওতায় শ্যামনগরের এলআরপি-৫৪ অফিসে চাইল্ড জার্নালিস্টদের একটি নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ফোরামের শিশু সাংবাদিকদের মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সভায় ১২ জন শিশু সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন, যারা ছয়টি ভিন্ন শিশু সাংবাদিক দল এর প্রতিনিধিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে শ্যামনগর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদকসহ দুইজন পেশাদার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তারা শিশু সাংবাদিকদের নৈতিক সাংবাদিকতা, দায়িত্বশীল প্রতিবেদন তৈরি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এতে শিশুদের শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া এলআরপি কোঅর্ডিনেটর, স্পন্সরশিপ অফিসার এবং কমিউনিটি মোবিলাইজাররা সভাটি পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন এবং মাঠপর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন। আলোচনায় শিশু অধিকারভিত্তিক প্রতিবেদন, কমিউনিটি সমস্যা তুলে ধরা এবং সাংবাদিকতার নৈতিকতা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই সভার মাধ্যমে শিশু সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার হয়েছে এবং তারা পেশাদারদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেয়েছে।

সার্বিকভাবে, এই নেটওয়ার্কিং সভা শিশু সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১৫ তম সংখ্যা • জুন ২০২৬
এলআরপি ৫৪

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষ করে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মতো এলাকাগুলো দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক বৈষম্যের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করছে। এই বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকে নারীরা। তবে আশার কথা হলো–সঠিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা পেলে এই নারীরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের শক্তি ধারণ করে। আকলিমা খাতুন ও মাছুমা পারভীনের জীবনগল্প তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। একজন দর্জি কাজের মাধ্যমে, অন্যজন মুরগি খামার গড়ে তুলে আজ স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগিয়ে গেছেন। একসময় যারা দারিদ্র্য, পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় দিশেহারা ছিলেন, আজ তারা নিজেদের পরিশ্রম ও উদ্যোগে নতুন পথ তৈরি করেছেন। শুধু নিজেরাই নয়, তারা অন্য নারীদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠছেন।

এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে সংগঠিত সহায়তা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একশনএইড বাংলাদেশের মতো সংস্থার উদ্যোগে প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও বাজার সংযোগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রান্তিক নারীরা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছেন। ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও অর্জন করছেন। তবে এই উদ্যোগগুলো আরও বিস্তৃত করা জরুরি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি নারী যেন প্রশিক্ষণ, পুঁজি ও বাজার সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনি সহায়তা জোরদার করা প্রয়োজন।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আকলিমা ও মাছুমাদের মতো হাজারো নারীর গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়–সুযোগ পেলে নারীরাই হতে পারে পরিবর্তনের অগ্রদূত। এখন প্রয়োজন সেই সুযোগগুলোকে আরও বিস্তৃত ও টেকসই করা।

সমিরন বিশ্বাস
সম্পাদক
শিশু সাংবাদিক দল
এলআরপি-৫৪, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ